বাল্য শিক্ষা ঃ দম্ভ ও লম্ফ

দিগন্ত বড়ুয়া

বড়দের বাল্য শিক্ষার কথা লিখতে গিয়ে আমি কয়েক জনের প্রশ্নের মুখোমুখি পরেছি। তবে আশার কথা হলো আমি বড়দের বাল্য শিক্ষায় যা লিখেছি তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেকে একমত। এই যেমন ধরুন আমি কয়েকটা কথা লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। তা কিন্ত অনেকে মনে করিয়ে দিয়ে লিখেছেন। আবার কেউ বিস্তারিত জানাতে বলেছেন। তার একটি উদাহরন হলো ঢাকা থেকে আনোরারুল করিম আমাকে লিখেছেন – *'' দিগন্ত বাবু, আপনার লেখা বাল্য শিক্ষা পড়ে আমি একটু দ্বিধায় আছি। আপনি আমাকে এই বিষয়ে জানালে খুশি হবো। বিষয়টি হলো আমার বন্ধু সমীর তালুকদার চট্টগ্রামের অধিবাসী বৌদ্ধ। কিন্ত কোন এক লেখায় দেখলাম আসামে ও বাংলাদেশে বড়ুয়ারা বাস করে। বড়ুয়ারা যদি বৌদ্ধ হয় তবে আমার বন্ধু সমীর তালুকদারেরা কি অন্য কোন সম্প্রদায় থেকে বৌদ্ধ হয়েছে ? তবে আমি সমীরের সাথে কথা বলে জেনেছি তারা কল্প কাল থেকেই বৌদ্ধ। এই বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই আপনার পরবর্তী লেখায়।– ইতি আনোয়ার''* ভদ্রলোক আনোয়ারের মেইলে ঠিক এই ভাবেই লেখা ছিল। আমি উত্তর করেছিলাম , আমার পরবর্তী বাল্য শিক্ষ্যা লেখায় আমি চেস্টা করবো বিষয়টা আলোচনা করতে। ক্রেতা, ভোক্তা, চাহিদা, বাজার, পছন্দ, মানুষের মতি গতি আমার প্রিয় বিষয় সে কথা আমি আগের কোন এক লেখায় বলেছিলাম। যেখানে বিষেশ কোন একটি পন্যের চাহিদা সেখানে সেই বিষেশ শিল্পটি গড়ে উঠে। লম্বা কথায় গিয়ে লাভ নাই। তেল ওয়ালা কি আর পান ওয়ালার খবর রাখে? কামার কি আর স্বর্নকারের খবর রাখে? সে সারাদিন দা ছুড়ি বানাতে ও শান দিতে ব্যস্ত। এই দা ছুড়ির খবর বাদ দিয়ে যদি সে স্বর্নের খবর রাখতে যায় তো তার ভাত জোটবে কি করে? কিন্ত শিল্প উদ্যোক্তাকে সব শিল্পের খবর রাখতে হয়। যার যত বড় কাজ তার তত বেশী চিন্তা। পাতিলে জিঁয়ানো মাগুর মাছ কি আর পুকুরের খবর জানে? সে বুঝে পাতিলের পানিই হয়তো পৃথিবীর সব পানি। তো জাক, এই জাতীয় পাতিলে জিঁয়ানো মাগুর মাছের জ্বালায় অতিস্ট মানুষ। পাতিলে হাত দিলেই গুতোয়, কারণ তার পৃথিবী খুব সিমীত।

বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে যে যে ধর্ম গুলো বিদ্যমান তার মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও একটি। বাংলাদেশের বৌদ্ধদের সংখ্যা মোট দেশের জনসংখ্যার তুলনায় খুব কম। এই বৌদ্ধরা জাতী গোস্টি ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত। উপজাতীয় বৌদ্ধরা যেমন চাকমা মারমা ত্রিপুরা তঙ্গচংগ্যা মুরং খুমী ইত্যাদি তেমনি বাংগালী বৌদ্ধদের মধ্যে ও বিভিন্ন টাইটেলের আছেন- যারা হলেন বড়ুয়া মুৎসুদ্দী তালুকদার মহাজন চৌধুরী ইত্যাদি। কুমিল্লায় যে বাঙ্গালী বৌদ্ধরা আছেন তারা নামের ষেশে লিখেন সিংহ। আবার লম্প মেরে ভারতের আসামে গেলে দেখিবেন- সেই খানে ও অনেক বড়ুয়া আছেন। সেই অঞ্চলের সব বড়ুয়ারা বড়ুয়া বৌদ্ধ নয় বলে জানিবেন। তাদের কেউ হিন্দু কেউ বৌদ্ধ এমন কি কেউ কেউ খৃস্টান ও আছেন। ইতিহাসের পাল রাজারা পাল পদবী নিয়ে বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্ত আজকের দিনে পাল পদবী শুধু হিন্দুদের মধ্যে বিদ্যমান।

'' দম্ভ দেখে লম্প দেবার অবস্থা'' - ধর্ম ব্যবসার ধান্ধা নিয়ে লিখতে আসিনি। তা হলে নিজ ধর্ম সম্পর্কে কিছু লিখতে পারতাম। কিন্ত এই ব্যবসা আমার দ্বারা হবে না। কেননা প্রতিটি বৌদ্ধই মনে মনে করেন ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এখানে দুই চারটি কথা লিখবো বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে। এর পর কোন কারণ ছাড়া চোর বাটপার খুনী ধর্ম ব্যবসায়ীদের মতো ধর্ম পূজি নিয়ে লিখতে আসবো না। তাইওয়ানের বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থার কর্পোরেট বডি দ্বারা প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ধর্মীয় বই লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার খরচ করে বিভিন্ন ভাষায় ছাপিয়ে বিনা মূল্যে বিতরন করে আসছেন পনেরো

বছরাধিক কাল ধরে। এই বই ছাপানোর উদ্দেশ্য গরীব ও আর্থিক ভাবে দুর্বল লেখক, প্রকাশক ও বৌদ্ধদেরকে সহায়তা করা। অর্থাভাবে কোন বই সংস্করন করা যাচ্ছে না তো সেই বই তারা ছাপিয়ে দেয় সহজ লভ্যতার জন্য। সেই সংস্থায় লিখলে তারা বিনা খরচে বৌদ্ধ ধর্মীয় বিষয়ে নানা রকম বই পাঠাবেন। পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই লিখুন না কেন তারা পাঠাবেই। পড়লে ক্ষতি কি ? ভ্রান্ত ধারণাটা নিয়ে আর লিখতে হবে না।কেননা, দম্ভের দৌড় দেখে হাসতে হাসতে মরি মরি অবস্থা।

বুদ্ধ ধর্মের নীতি অনুষারে, সাধারণ বৌদ্ধরা পঞ্চনীতি নিয়েই চলে, ১। প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা,২। মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা, ৩। অবৈধ কামাচার থেকে বিরত থাকা, ৪। অদত্ত বস্তু গ্রহন থেকে বিরত থাকা, ৫। সুরা মদ গাজা নেশা থেকে বিরত থাকা।

বুদ্ধের ধর্মটাই নৈস্ক্রম্য বাদের উপর জোর দিয়ে সৃস্টি। সেখানে কেউ যদি বলে বৌদ্ধ বিহার বিদ্যাপিঠ ধর্মীয় পবিত্র স্থানে ভিক্ষুদের মনোরঞ্জনের জন্য গনিকা বা সেবা দাসী রাখা হতো, তাহলে তার মতো মুর্খ আর কয় জন আছে আমার জানা নাই। অম্রপালী গনিকা ছিলেন বুদ্ধের আমলে। কথাটা সত্য। তবে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিয়মিত ধ্যান সাধনায় ব্যাঘাত না হবার জন্য মা ব্যতিত অন্য কোন নারী স্পর্শ ও করতেন না বা এখনো করেন না , তা কি জানেন? কেন মা ব্যতিত অন্য নারী স্পর্শ করে না? নারী স্পর্শে কাম ভাব উৎপন্ন হতে পারে। এই কাম ভাব থেকে বিরত থাকার জন্য সাধারণ পন্থা। তবে কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাম স্বাধ গ্রহনের ইচ্ছা জন্মালে সে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে সাধারণ গৃহী বৌদ্ধ হয়ে পঞ্চশীল পালন করতে পারেন, এতে বৌদ্ধ ধর্মীয় নীতি অনুষারে কোন আপত্তি নাই। যদিও পড়বেন না, পড়তে পারবেন না কারণ পাছে আল্লা ডিগবাজী খাবে, তবুও শুনে রাখুন, বৌদ্ধ ধর্মের মুল গ্রন্থ গুলোর মধ্যে ঃ সুত্র পিঠক, বিনয় পিঠক, অভিধর্ম পিঠক গুলো পড়ে দেখবেন। এই বিষয়ে আমি সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারছিনা, কারণ আমি ধর্ম ব্যবসায়ী নই।

আমার মনে হয় বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমের শতকরা ৯০% জন মুসলিমই জানে না বুদ্ধ ও বৌদ্ধ শব্দার্থ কি? একটা আমার জীবন থেকে উদাহরন দেয়া জাক, ঢাকায় কোন পন্ডিতদের ভোজসভায় যেতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বুয়েটের কোন দুই শিক্ষকের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। তারা এক পাশে বসে আলাপ করছিলেন তখন। আমি গিয়ে পরিচিত হয়ে চলে আসবো তখন আমাকে একজন বলে উঠলেন, আপনার নামটা কি যেন বললেন ? আমি আবার আমার নাম বললাম। আপনীতো হিন্দু না ? আমি বললাম না, আমি বৌদ্ধ। ওহ আপনি বুদ্ধ। আমি বললাম না, আমি বুদ্ধ না, আমি বৌদ্ধ। বুদ্ধ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারকের নাম। তিনি শুদ্ধোধন রাজার ছেলে। আর আমি দিগন্ত, বুদ্ধের ধর্মের অনুষারী। তাদের একজন বললেন তাই নাকি ? আমি বললাম বিষয়টি ইংরেজীতে বলতে গেলে Buddha and Buddhist. তারা আমাকে বললো আরো ভালো করে ব্যাখ্যা করুন। আমি বললাম, মনে করুন আপনারা আল্লার ধর্ম ইসলাম পালন করেন। তাই বলে তো আমি আপনারা সবাইকে ইসলাম বা আল্লা বলতে পারিনা। আপনাদের নাম আছে নিজ নিজ। আপনারা মুসলিম হিসেবেই পরিচিত। তেমন আপনারা আল্লা না হয়ে মুসলিম আর আমরা বুদ্ধ না হয়ে বৌদ্ধ। চলে আসার পথে বার বার কথা গুলো মনে পড়ে। ভেবেছিলাম এই যদি হয় পন্ডিতের হাল তবে সেই পন্ডিত যে কি বানাচ্ছে তার মঠে কে জানে। তবে এও ভেবেছিলাম সবাই কি সব কিছু জানে? তবে খুব সাধারণ বিষয় ও যখন জানে না তখন বিরক্ত লাগে না , বরং হাসি খুব।

বাল্যশিক্ষায় আর একটি কথা যোগ করা যায়, যেমন শিক্ষিত মধ্য শিক্ষিত নিন্ম শিক্ষিত এমন কোন মানুষ আমার এই জীবনে চোখে পড়েনি যিনি বুড্ডিস্ট বলতে বুদ্ধিস্ট বলেন নি। বা বলে না। যেহেতু ইংরেজীতে দ শব্দের ব্যবহার নাই সেহেতু ড কে দ না বলে ড বলাই শ্রেয়। তাই ইংরেজীতে বুড্ডিস্ট বলতে গিয়ে বুদ্ধিস্ট বলবেন না! বলবেন বুড্ডিস্ট। ঠিক আছে !!!

যাক কথা বাড়িয়ে লাভ নাই কোন মুর্খের সাথে। আমি বার বার বলি আগে পড়ুন তারপর লিখতে আসুন। মানুষ হাসিয়ে লাভ কি ? নিজের বিদ্যার জোর কত তা তো দেখতেই পাচ্ছি, লোকে ও দেখতে পাচ্ছে । আমার মতো এই বিষয়ে যারা জানে তারাও নিশ্চয় হাসছে। না জেনে না পড়ে শুধু মিথ্যা ভরংবাজী করে কি লাভ? অর্থনীতি সমাজনীতি সাম্যবাদ দম্ভবাদ গণতন্ত্রবাদ সমাজতন্ত্র বাদ পুজিবাদ নিয়ে যত শব্দ গুলো আছে সব গুলো নিয়ে সামান্য আলোচনা করলে এক একটি প্যারা হয়। এই গুলো বইয়ে লেখা আছে। তুলনা সমানুপাত বিশ্লেশন যে কেউ করতে পারে। এতে আহা মরি কিছু মনে করার কারণ নাই। বার বার বলতে হচ্ছে, আমি ধর্ম ব্যবসায়ী নই। তাই ধর্ম বিষয়ে লিখতে আমার কোন ইচ্ছা নাই, তবে কেউ যদি সত্যি সত্যি বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে জেনে বা পড়ে কোন প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয় তবে আমি যত টুকু জানি তা লিখতে চেস্টা করবো। তবে ব্যবসায়ীক মন মানসিকতা নিয়ে নয় যে আমার পন্যই ভাল। আমি মুসলিম ও ইসলাম ধর্মের মানুষ জনকে কটু কথা বলি। তার কারণ ও আমি দিয়ে যাই। কেন করি তা আমার লেখায় বিশ্লেষন থাকে সবসময়।
এবার বুঝি সত্যি সত্যি বড়দের বাল্য শিক্ষা লেখা শুরু করার প্রয়োজন। কিন্ত কি করি আমি নিজেও জানি খুব কম। প্রতিদিন কিছুনা কিছু শিখতে হচ্ছে। না জানি বললে তো ক্ষতি নাই। লজ্জা নাই। যে জানে সে আগ্রহ নিয়ে শেখাতে আসবে। কিন্ত না জেনে জানার ভান ধরে থাকলে, বেফাস মিথ্যা কিছু লিখে মানুস হাসিয়ে কি লাভ?
লেখা শেষে এই লাইন গুলো লিখছি হঠাৎ। কেন জানি মনে হলো আর কোন মুর্খের সাথে তর্ক বিতর্কে জড়াবোনা। আমার নিজের অনেক কিছুই এখনো লেখার বাকী। তার উপর হিসাব মিলেনার॥। দশম পর্বের কাজে এখন ব্যস্থ। কিছু জানেনা বলেই মানুষ তাদের মুর্খ বলে। এই জাতীয় মুর্খের সাথে তর্কে জড়ানো মানে পাগলা কুকুর কে ঢিল ছোড়তে তেমন ব্যবধান নাই বলে মনে হয়। তাই এই খানেই ক্ষান্ত দিলাম। তবে গড়মিল দেখলে কোথাও মনে করিয়ে দেবার চেস্টা করবো। ব্যস্থ সময়, ব্যস্থ দিন। বড়দের বাল্য শিক্ষা আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে।

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক, শান্তিতে থাকুক।
২৯শে অক্টোবর ২০০৩.